শেষ অঙ্ক

কল্পনা মুভিজ (প্রাঃ) লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রযোজিত ও পরিবেশিত

শেষ অঙ্ক

প্রযোজনা ঃ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ হরিদাস ভট্টাচার্য্য।
সঙ্গীত ঃ পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।
কাহিনী ঃ রাজকুমার মৈত্র।

চিত্রশিল্পী ঃ কানাই দে সহকারী ঃ মধু ভট্টাচার্য্য। শব্দযন্ত্রী ঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল। সহকারী ঃ অনিল নন্দন। সঙ্গীত গ্রহণ ও পুণঃ শব্দ যোজনায় ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ। সংলাপ ও গীত রচনা ঃ শ্যামল গুপ্ত। সহকারী সঙ্গীতে ঃ শৈলেন রায়। সম্পাদনা ঃ সন্তোষ গাঙ্গুলী। সহকারী ঃ অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য। শিল্প-নির্দ্দেশনা ঃ রামচন্দ্র সেণ্ডে। সহকারী ঃ বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জী। রূপসজ্জা ঃ শৈলেন গাঙ্গুলী। সহকারী ঃ গৌর দাস, সত্যেন ঘোষ, শম্ভু দাস। সহকারী পরিচালনায় ঃ সুশীল মুখার্জ্জী, রবীন মুখার্জ্জী। সাজসজ্জা ঃ সেখ সের আলী। ব্যবস্থাপনা ঃ কৈলাস বাগচি, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। সহকারী ঃ সন্দীপ পাল।

নিউ থিয়েটার্স ১ নং ষ্টুডিওতে ওয়েষ্টেক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ (প্রাঃ) লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

আলোক সম্পাতে ঃ কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, দুঃখীরাম মালেঁসিং, রামখিলম. বেণু ধর। দৃশ্যসজ্জা ঃ ফেলু, কালাচাঁদ, কেষ্ট. লালমোহন, জুগা, মণি, গোপাল হারা। (কণ্ঠ সঙ্গীতে ঃ হেমন্তকুমার মুখার্জ্জী, সন্ধ্যা মুখার্জ্জী) পরিচয় লিখনে ঃ দীগেন ষ্টুডিও। [কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ এবং দমদম বিমান ঘাটির কর্ত্তৃপক্ষ।]

রূপায়ণে ঃ উত্তমকুমার ॥ শর্ম্মিলা ঠাকুর, ॥ বিকাশ রায় ॥ সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী ॥ কমল মিত্র ॥ পাহাড়ী সান্যাল ॥ উৎপল দত্ত ॥ দীপক মুখার্জ্জী ॥ রেণুকা রায় ॥ শেফালী ব্যানার্জ্জী শিশির বটব্যাল ॥ তরুণ কুমার ॥ বীরেন চ্যাটার্জ্জী ॥ জীবেন বোস ॥ ফণী গাঙ্গুলী ॥ গোবিন্দ রায় ॥ রাজকুমার মৈত্র ॥ অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য ॥ মন্মথ মুখার্জ্জী ॥ চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য ॥ রবীন মুখার্জ্জী ॥ বুবু গাঙ্গুলী ॥ সাধন ও আরো অনেকে ॥

শেষ অঙ্ক

কে না জানে ওদের দু'জনের কথা……
আগে ছিল কানাকানি, এখন মুখর হ'য়েছে মুখে মুখে।
সবাই বলে দু'জনকে সুন্দর মানাবে বিয়ে হ'লে।
সোমা আর সুধাংশু হাসে। নিভৃতকূজনে কাছাকাছি পাশাপাশি বসে দু'জনের কথা হয়, "—বিয়ের আর কটা দিনই বা বাকি।……"

……বাকি দিনগুলোর মধ্যেই করঞ্জাক্ষ সমাদ্দার নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। স্যার হরপ্রসাদের একমাত্র কন্যা সোমা আর সুধাংশু গুপ্তর বিয়েটা সে হ'তে দেবে না। তা সে যেমন ক'রে হোক। কিন্তু কেন……?

করঞ্জাক্ষ সমাদ্দারের প্ররোচনায় লতা বোস রাজি হ'লো। একরাত্রে

করঞ্জাক্ষ সুধাংশুর শয়নকক্ষের আলমারী থেকে সুধাংশুর মৃতা স্ত্রী কল্পনার গহনা, ছবি আর ডায়েরী চুরি করে নিয়ে এল। তারপর……?

তারপর করঞ্জাক্ষের কথামত লতা উকিল সুরেনবাবুর স্মরণাপন্ন হ'লো। তাঁকে সংগে নিয়ে স্যার হরপ্রসাদের বাড়ী চড়াও হ'লো।

সেইরাত্রে সুধাংশু আর সোমার বিয়ে……ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এলো বাধা। সুরেনবাবুর অনুরোধে স্যার হরপ্রসাদ কন্যা সম্প্রদান স্থগিত রাখলেন।

লতা সুধাংশুর সামনে দাঁড়িয়ে সাশ্রু নেত্রে বললে, "ওগো আমায় তুমি চিনতে পারছ না, আমি যে তোমার কল্পনা, আমি মরিনি……"

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। সুধাংশু অবাক। এ কে? এর আগে এই নারীকে সে কোনদিনই দেখেনি। তার স্ত্রী কল্পনা বর্ম্মাতে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তবে? তবে এ কে? কে এই নারী?

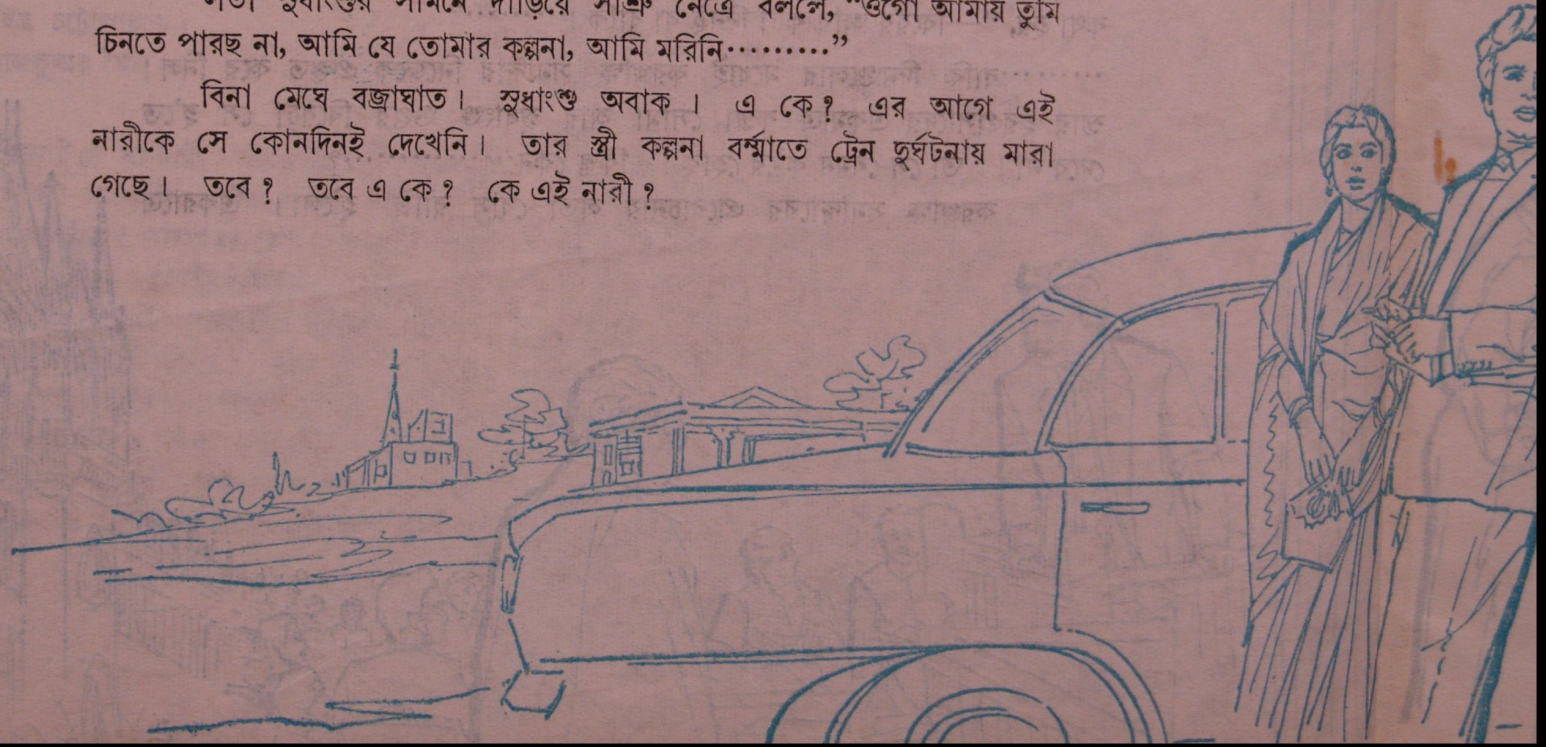

সুধাংশু পুলিশ ডাকলো। এক বিরাট ষড়যন্ত্র তাকে কেন্দ্র ক'রতে চাইছে। এই ছদ্মবেশী নারী তাকে 'ব্ল্যাকমেল' করতে চাইছে। কিন্তু কেন? এমন নিষ্ঠুর ক্রূর পথে তার সর্ব্বনাশ করতে চাইছে কেন? সুধাংশু কারও কোনও ক্ষতি করেনি —

সুধাংশু পুলিশের কাছে প্রমাণ দেখায়, এই নারী তার স্ত্রী কল্পনা নয়। কল্পনা মারা গেছে।

আশ্চর্য্য—লতাও প্রমাণ দেখায়, সে কল্পনা, সুধাংশু তার স্বামী।.....

কোর্টে কেস উঠলো।

মিথ্যা সত্যে পরিণত হ'তে চলল।

আইন বলে, লতা বোস আর কেউ নয় সুধাংশু গুপ্তর স্ত্রী কল্পনা। কল্পনা মরেনি বেঁচে আছে।

সোমার প্রেম-পিপাসা হারাল। হাহাকার ক'রে উঠল তার নারীসত্ত্বা। ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসার মধ্যে পথ হারাল।

সুধাংশু মরিয়া।

একমাত্র উপায় দেবেন সেন। অর্থাৎ তার মৃতা স্ত্রী কল্পনার দাদা। সে নিশ্চয়ই তার ছোট বোনকে চিনবে।

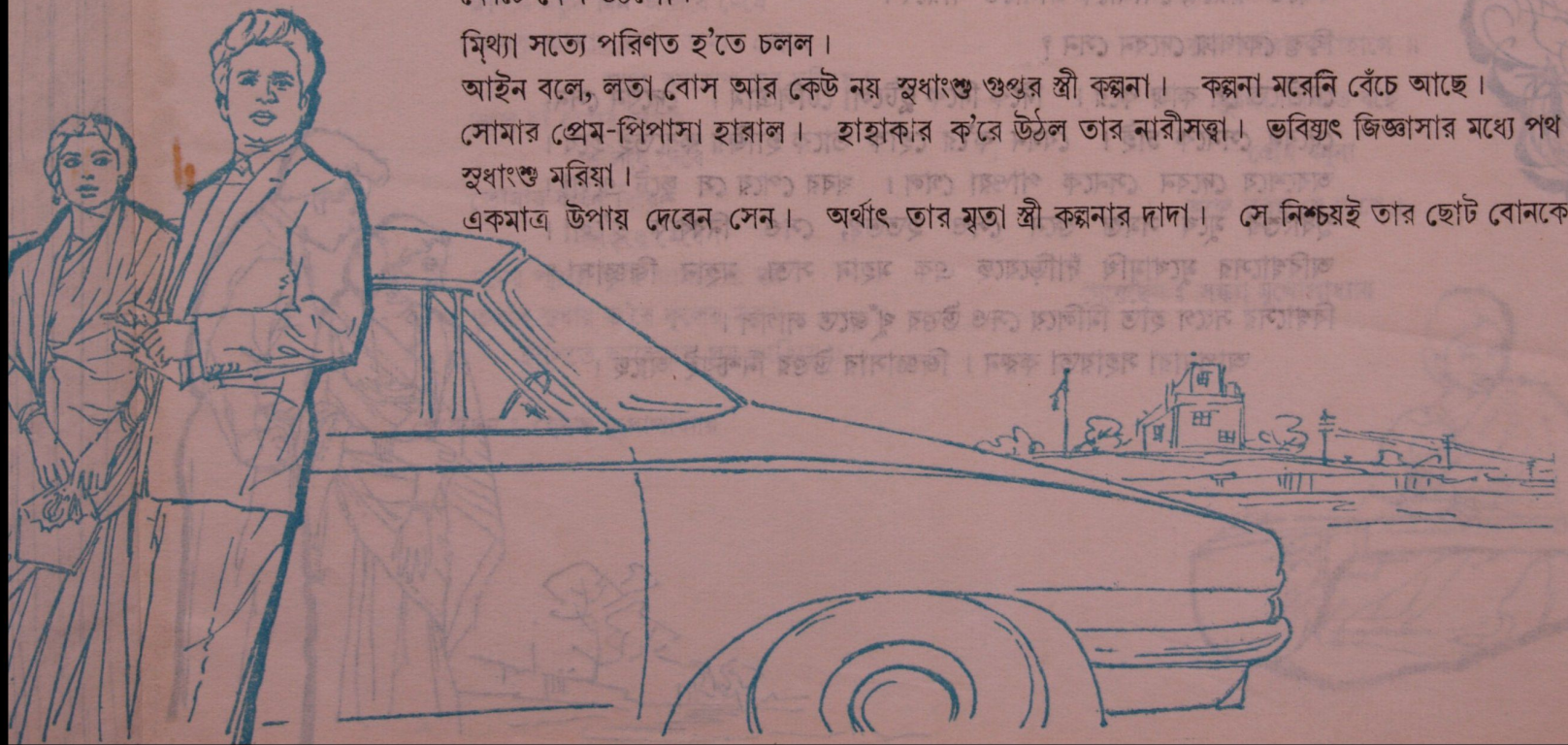

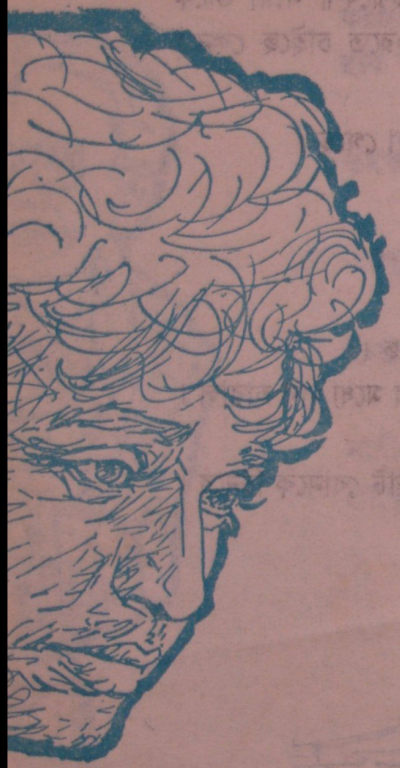

লতা বোস যে কল্পনা নয়, হ'তে পারে না, এ সত্য নিশ্চয়ই সে আইনকে বলতে পারবে, সোমাকে জানাতে পারবে।

কিন্তু কোথায় দেবেন সেন ?

নেভীতে সে কাজ করে। দিকে দিকে ছুটলো টেলিগ্রাম। দেবেন সেন, দেবেন সেনকে চাই। যেমন ক'রে হোক তাকে হাজির করতেই হবে। অবশেষে দেবেন সেনকে পাওয়া গেল। খবর পেয়ে সে ছুটে এলো। সুধাংশুর মুখে সমস্ত শুনে সেও হতভম্ব, সেও নির্ব্বাক হ'লো। অবিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এক মহান সত্য, মহান জিজ্ঞাসা ?

বিশ্বাসের সংগে হাত মিলিয়ে সেও উত্তর খুঁজতে লাগল।

আপনারা সহায়তা করুন। জিজ্ঞাসার উত্তর নিশ্চয়ই আছে।

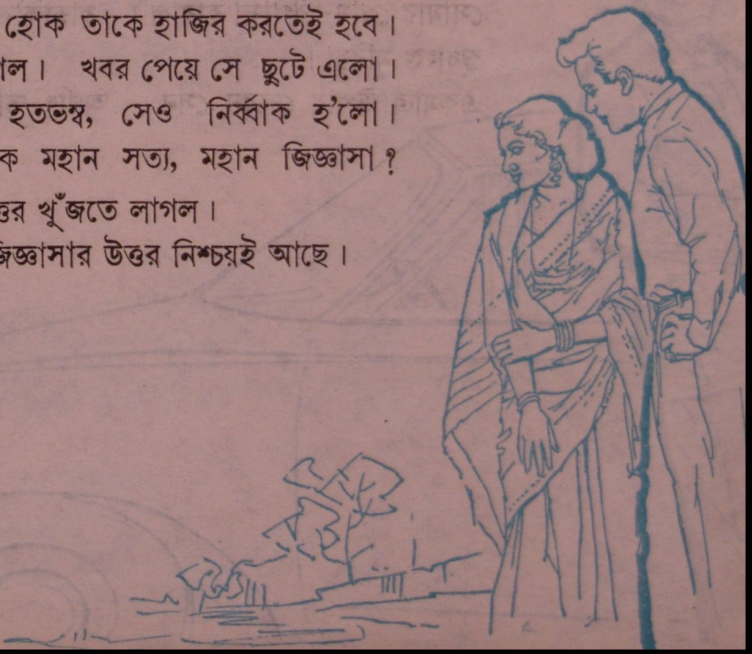

১

আমি তো জানি
(তুমি) এই পথ রাঙিয়ে
কাছে কাছে থাকবে
সোনার স্বপ্ন নিয়ে॥
জীবনে নতুন দিন আসবে নেমে
অনেক আশায় ভরা তোমার প্রেমে
মধুর আবেশে সুর ছড়িয়ে॥
ভুলে যা যাবার আছে
ভুলিয়ে দেবে
তোমার বাঁধন দিয়ে
জড়িয়ে নেবে।
মনের পরশে তুমি আমার এ মন
তুলবে সুধায় ভ'রে ফুলের মতন
হাসিতে আলোতে ঘুম ভাঙিয়ে॥

গেয়েছেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

২

আঁখি জাগে
শ্যাম রূপরাগে।
আলোর পদ্ম দোলে
নীল গগনে
কৃষ্ণ অলির সোহাগে॥
মুরলী ধ্বনিতে বহে
প্রেম যমুনা
অঙ্গে তরঙ্গ যে লাগে॥

গেয়েছেন ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

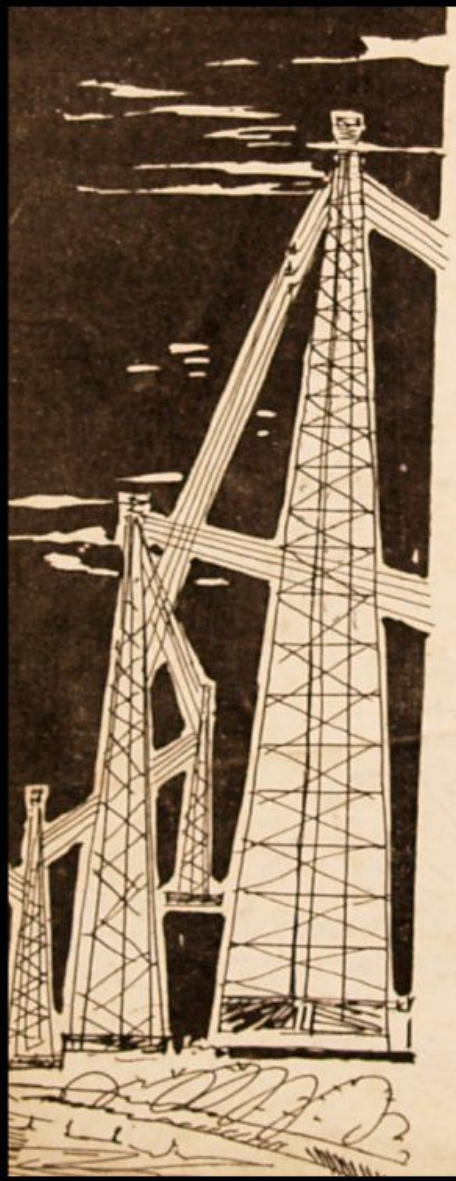

কল্পনা মুভিজ প্রাইভেট লিঃ পক্ষ হইতে বি, ঝা কর্ত্তৃক সম্পাদিত, জয়শ্রী প্রিন্টার্সে মুদ্রিত এবং শ্রীনির্ম্মল রায় কর্ত্তৃক প্রচার শিল্প অঙ্কিত। (মূল্য ১৫ নঃ পঃ)